ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৭০২

আগরতলা, ৪ নভেম্বর, ২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘সদ্যোজাতের মৃত্যু, চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ’ এই শিরোনামে আজকের ফরিয়াদ পত্রিকায় এবং ‘বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবায় শিশুর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা’ এই শিরোনামে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় গত ২ নভেম্বর, ২০২৪ প্রকাশিত সংবাদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, রোগীর শাশুড়ির বক্তব্য অনুসারে বাসনা দেববর্মা (৩২) নামে ওই গর্ভবতী মহিলার ২৯ অক্টোবর দুপুর ২টা থেকে প্রসবজনিত ব্যথা শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩০ অক্টোবর ভোর ৩.৩০ মিনিট নাগাদ রোগিনীকে আনা হয়েছিল। রোগিনীর পরিবারের পক্ষ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় যে তারা ইতিপূর্বে একটি বেসরকারি নার্সিং হোমের পরামর্শ নিয়েছিল। তারা এটাও জানায় যে, রোগিনীর স্বামীকে অ্যান্টিন্যাটাল চেক-আপের সময় চিকিৎসক বলেছিলেন যে সিজারিয়ান সেকশন করা উচিৎ। কিন্তু তারা ভীত হয়ে রোগিনীকে নিয়ে স্বাভাবিক প্রসবের জন্য বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলে আসেন। হাসপাতালে রোগিনীকে পরীক্ষা করার পর দেখা যায় যে, যে অবস্থায় গর্ভবতী মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই অবস্থায় তাকে উন্নততর হাসপাতালে প্রেরণের সময় অ্যাম্বুলেন্সে প্রসবের সম্ভাবনা প্রবল ছিল এবং রোগিনীর শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হবার সম্ভাবনাও ছিল। তাই বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তড়িঘড়ি প্রসব করানো হয়। প্রসবের সময় দেখা যায় নাভিরজ্জু শিশুটির গলায় পেঁচিয়ে আছে তার কারণে শিশুটি শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছিল না। শ্বাসকষ্টের কারণে শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যথাযথ অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ উচ্চতর স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রেফার করা হয়েছিল। ২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকদের গাফিলতিতে শিশুটির মৃত্যুর যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা আদৌ সত্য নয়।

****